৯ যীশুই পুনরুত্থান ও জীবন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

মৃত্যুর উপরে যীশুর বিজয়

অলৌকিক পুনরুত্থান

তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ।

তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি।

যীশু এবং আমাদের পুনরুত্থান।

তাঁর প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।

মৃত্যুর উপরে যীশুর বিজয়

যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন এবং আমাদের অনন্ত জীবন দেবার জন্য তিনি মৃত্যুকে জয় করে, আবার জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। এটাই খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাণ। একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের মহান সত্যগুলির ভিত্তিই হচ্ছে, প্রভু যীশুর পুনরুত্থান। তিনি যদি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে না উঠতেন, তাহলে ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার সবটাই ব্যর্থ হত। কিন্তু তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। তাই এখন তিনি আমাদের জীবিত প্রভু ও ত্রাণকর্তা।

অলৌকিক পুনরুত্থান :

যীশু এই পৃথিবীর সেবা করার জীবনে দেখিয়েছেন যে, মৃত্যুর উপরে তাঁর ক্ষমতা আছে। নূতন নিয়মে আমরা যীশুর দ্বারা, তিন জন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করবার বিবরণ পাই।

যায়ীর নামে সমাজ ঘরের একজন নেতা, যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে অনুনয় করলেন যেন তিনি তার মেয়েটাকে ভাল করে দেন । তিনি যখন যীশুর সংগে বাড়ীতে ফিরলেন, তখন মেয়েটি মৃত ছিল ।

লুক ৮ : ৫২, ৫৪, ৫৫ সবাই মেয়েটির জন্য কান্নাকাটি ও দুঃখ করছিল ।..........যীশু মেয়েটির হাত ধরে ডেকে বললেন, "খুকী ওঠো ।" এতে মেয়েটির প্রাণ ফিরে আসল, আর সে তখনই উঠে দাঁড়াল ।

লোকেরা নায়িন গ্রামের বিধবার মৃত ছেলেকে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল । পথে যীশুর সাথে তাদের দেখা হল । যীশু লোকদের থামালেন ।

লুক ৭ : ১৪, ১৫ তারপর যীশু কাছে গিয়ে খাট ছুঁলেন । এতে যারা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা দাঁড়াল । যীশু বললেন, "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো ।" তাতে যে মারা গিয়েছিল সেই লোকটি উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল । যীশু তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন ।

লাসার এবং তার দুই বোন মার্থা ও মরিয়মকে যীশু খুব স্নেহ করতেন । এদিকে লাসার মারা গেল, তাকে কবরও দেওয়া হল । এর চারদিন পরে যীশু সেখানে আসলেন ।

যোহন ১১ : ৪৩, ৪৪ যীশু জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার বের হয়ে এস ।" যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন । তার হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তার মুখ রুমালে বাধাঁ ছিল । যীশু লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও ।"

যীশুর নিজের পুনরুত্থান ছিল মৃত্যুর উপরে তার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় । তিনি যে লোকদের বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তারা মরনশীল রক্ত মাংসের মানুষই রয়ে গিয়েছিল–অর্থাৎ পরে তাদের আবার মরতে হয়েছিল । কিন্তু যীশু যখন মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তখন তিনি এমন এক অমর দেহ সঙ্গে নিয়ে এলেন–যা আর কখনও মরবে না । তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন ।

তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ ঃ

আমরা কি করে জানি যে, যীশু মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন ? ইতিহাসের আর কোন বিষয়ই এরূপ তিক্ত ভাবে অস্বীকার করা হয়নি, অথবা এরূপ পুংখানুপুংখ ভাবে সত্য বলেও প্রমাণিত হয়নি । অনেক প্রমাণের মধ্য থেকে এখানে দশটি প্রমাণ দেওয়া হল ঃ

১) **রোমান সৈনিকদের বিবৃতি ঃ** যীশুর দেহ যাতে কেহ চুরি করে নিয়ে মিথ্যা ভাবে এরূপ প্রচার করতে না পারে যে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন, সেই জন্য বিরাট পাথরের ঢাক্না দিয়ে বন্ধ করা গুহার মত কবরটি পাহারা দেবার জন্য সৈন্য মোতায়ন করা হয়েছিল । তৃতীয় দিন সকালে পাহারারত সৈন্যরা একজন স্বর্গদূতকে কবরের ঢাক্না পাথরটি সরাতে দেখেছিল । আর ভূমিকম্প হয়েছিল । ভীত-সন্ত্রস্ত সৈন্যেরা দেখে, কবর খালি ! যীশুর দেহ সেখানে নাই । তারা দৌড়ে গিয়ে এই ঘটনার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল ।

২) **শূন্য কবর ও পরিত্যক্ত কবরবস্ত্র ঃ** এর কিছু পরে কয়েকজন স্ত্রীলোক কবরের কাছে আসল । কিন্তু তারা যীশুর দেহ দেখতে পেল না । দু'জন স্বর্গদূত তাদের বললেন যে, যীশু জীবিত হয়েছেন । পিতর ও যোহন দৌড়ে কবরের কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তা খালি । যীশুর দেহ সেখানে নাই, কিন্তু যে কাপড় দিয়ে মৃত দেহ মোড়া হয়েছিল, তা একটা ব্যাণ্ডেজের মত পড়েছিল । রেশম প্রজাপতি গুঁটি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে গুঁটিটি যেমন খোসার মত পড়ে থাকে, ঐ কাপড়ও ঠিক সেই ভাবে পড়েছিল । যীশুর দেহ চুরি করলে কেউ কবরবস্ত্র খুলে আবার এই ভাবে মুড়ে রাখবার জন্য অযথা সময় নষ্ট করত না ।

৩) **স্বর্গদূতের বার্তা ঃ** স্বর্গদূতগণ কবরের কাছে আগত স্ত্রীলোকদের বলেছিলেন ঃ

লূক ২৪ ঃ ৫, ৬ "যিনি জীবিত তাঁকে মৃতদের মধ্যে খোঁজ করছ কেন ? তিনি এখানে নেই ; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন ।"

৪) যীশু বিভিন্ন লোকদের দেখা দিয়েছিলেন ।

প্রেরিত ১ ঃ ৩ তাঁর দুঃখভোগের পরে এই লোকদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন । চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন ।

যীশু বিভিন্ন সময়ে এই লোকদের দেখা দিয়েছিলেন ঃ

একদল স্ত্রীলোককে

মগ্দলিনী মরিয়মকে

পিতরকে

ইম্মায়ূর পথে দু'জন শিষ্যকে

যিরুশালেমে দশ জন শিষ্যকে

যিরুশালেমে এগার জন শিষ্যকে

গালীল সমুদ্রের তীরে সাত জন শিষ্যকে

গালীলে ৫০০ জন বিশ্বাসীকে

যীশুর ভাই যাকোবকে

স্বর্গারোহণের সময় বৈথনিয়ার কাছে শিষ্যদেরকে

স্বর্গে চলে যাওয়ার পরে যীশু তিন জনকে দেখা দিয়েছিলেন । তারা যীশুকে স্বর্গে (পিতার পাশে) দেখেছিলেন । এরা হলেন ঃ–

স্তিফান,–প্রথম খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর ।

শৌল (পৌল), দম্মেশক যাওয়ার পথে ।

যোহন, প্রকাশিত বাক্যে বর্ণিত দর্শনের মধ্যে ।

৫) যীশুর দেহের স্বরূপ বা প্রকৃতি ঃ পুনরুত্থানের পর যীশু যে দেহ গ্রহণ করেছিলেন তা দু'টি বিষয় প্রমাণ করে ঃ (১) বিশ্বাসীরা যা দেখেছিলেন তা চোখের ভুল (মায়া) কিম্বা ভুত ছিল না । যীশু যাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন । তারা যীশুকে স্পর্শ করেছিল । তাঁর দেহ মাংস ও অস্থিযুক্ত (হাড়) ছিল । (২) তিনি ঘুমে অচেতন অবস্থা বা মৃত্যু থেকে আগের মত মরণশীল দেহ নিয়ে জেগে ওঠেননি । তিনি এমন এক মহিমান্বিত, মৃত্যুঞ্জয়ী দেহ গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল সমস্ত জাগতিক অক্ষমতা, ব্যাথা, অথবা মৃত্যুর উর্দ্ধে । তিনি বন্ধ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন । ইচ্ছামত আবির্ভূত ও অদৃশ্য হয়েছেন । শিষ্যেরা তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছিলেন । পুনরুত্থান তাঁর দেহকে নূতন নূতন শক্তি দিয়েছিল ।

৬) পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম ঃ পঞ্চাশত্তমীর ঘটনার মধ্যে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের একটি প্রতিশ্রুতি সরাসরি পূর্ণ হয়েছিল । বিশ্বাসীদের সঙ্গে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করেছিল যে যীশু জীবিত ।

৭) খ্রীষ্টিয়ানদের সাক্ষ্য ঃ বিশ্বাসীরা সর্বদা এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যীশু মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন । মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে যখন তাদের এই সত্য অস্বীকার করতে বলা হয়েছে, তখন তারা হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করেছেন । একটি মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্য তারা কখনোই এই ভাবে মরতেন না ।

৮) শৌলের পরিবর্তন ঃ শৌল নামে যিহূদী আইন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এক প্রতিভাবান যুবক খ্রীষ্ট ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করছিল । সে যখন খ্রীষ্টিয়ানদের ধরবার জন্য দম্মেশক যাচ্ছিল, তখন পথিমধ্যে সে নিজেই প্রভু যীশুর হাতে বন্দি হল । সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল এক আলো এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল । সেই আলোর মধ্য থেকে যীশু শৌলকে তার নাম ধরে ডাকলেন ও তার সঙ্গে কথা বললেন । শৌল প্রভু যীশুর চরণে তার জীবন সমর্পণ করল । এই শৌলই হচ্ছেন মহান প্রেরিত পৌল ।

৯) **খ্রীষ্ট ধর্ম ঃ** প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের উপরেই খ্রীষ্ট ধর্মের ভিত্তি। "একটা শূন্য কবরের উপরে খ্রীষ্ট ধর্ম নির্মিত হয়েছে।"

১০) **প্রভু যীশুর সাথে যোগাযোগ ঃ** যীশুর সাক্ষাৎ লাভ আমাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে। আমরা প্রতিদিন তাঁর সংগে কথা বলি। আমরা প্রতিদিন তাঁর সাথে চলি। তিনি আমাদের উত্তর দেন। এ সম্পর্কে একটা গান আছে ঃ

আমার এক মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু,
আজও তিনি এই জগতেই আছেন।
আজও তিনি বেঁচে আছেন,
তিনি আছেন মোর অন্তরে।

তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি ঃ

যীশু ক্রুশের উপর মরেছিলেন সত্য, কিন্তু এই ক্রুশের উপরেই তিনি মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন। লজ্জা ও অপমানের চিহ্ন যে ক্রুশ, তাকে তিনি মুক্তি ক্ষমতা ও বিজয়ের চিহ্নে পরিণত করেছেন। যীশুর দেহ একটা কবরের মধ্যে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কবর তাঁকে বন্দি করে রাখতে পারেনি। তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন, এবং তাঁর উপরে বিশ্বাসী সব লোকদের সাথে এই বিজয়ের সুফল ভোগ করবার জন্য আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন। প্রেরিত পৌল মৃত্যুঞ্জয়ী বা পুনরুত্থানের শক্তিতে যীশুকে জানবার বিষয়ে লিখেছেন। এই শক্তি কি ?

১) **যীশু কে তার প্রমাণ**। তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন বলে আমরা জানি যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে যে দাবী করেন, তিনি ঠিক তাই,–অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং জগতের ত্রাণকর্তা।

২) **পরিত্রাণের নিশ্চয়তা** । যীশু পুনরুত্থান করেছেন বলে আমরা জানি যে, ঈশ্বর আমাদের পাপের জন্য তাঁর আত্মবলি গ্রহণ করেছেন । যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করে সে পাপের ক্ষমা পায় ।

৩) **যীশুর সাথে যুক্ত নূতন জীবন** । আমাদের পুনরুত্থিত প্রভু তাঁর মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ । আমরা তাঁর দেহ । তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন । তাঁর জীবন আমাদের মধ্যে আছে । তাঁর শক্তি আমাদের মাধ্যমে কাজ করে ।

১ পিতর ১ ঃ ৩ যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে ঈশ্বর তাঁর মহা দয়ায় আমাদের নূতন জন্ম (জীবন) দান করেছেন ।

৪) **যীশুর মধ্য দিয়ে বিজয়** । যীশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে তিনি শয়তান, পাপ ও মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন । তিনি সঙ্গে থাকলে আমাদের জীবনে আর কোন ভয় নেই, কিম্বা অপরাধ ও প্রলোভনের চাপে পীড়িত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই । যীশু আপনার পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করেন ।

৫) **আশা** । মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও খ্রীষ্টিয়ানরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করতে পারে । মৃত্যুর পরে যে আরও সুন্দর এক জীবন আমাদের জন্য আছে, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হচ্ছে তার জামিন স্বরূপ । তিনি বলেছেন ঃ

যোহন ১৪ ঃ ১৯ "আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে ।"

৬) **পুনরুত্থান** । পুনরুত্থানের শক্তিতে যীশুকে জানবার মধ্যে আরও একটা বিষয় আছে, তা হল তাঁরই মত একই রূপ দেহ নিয়ে পুনরুত্থান করা ।

১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ১০ তিনি (খ্রীষ্ট) প্রথম ফল (জামিন বা নিশ্চয়তা), অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে, তাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়েছেন ।

যীশু এবং আমাদের পুনরুত্থান

তাঁর প্রতিশ্রুতি :

মৃত লাসারকে জীবিত করবার ঠিক আগে যীশু বলেছিলেন ।

যোহন ১১ : ২৫ ও ২৬ "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন । যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে । আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না ।"

যীশু যখন খোলা কবরের সামনে গিয়ে ডাক দিলেন "লাসার, বের হয়ে এস" তখন লাসার জীবিত হয়ে সুস্থ দেহে কবর থেকে বের হয়ে আসল । একদিন যীশু পৃথিবীতে ফিরে আসবেন । তখন তাঁর ডাকে, যে সব দেহ পচে গলে ধূলায় মিশে গেছে, কিম্বা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারা একটা বীজ থেকে যেমন গাছের জন্ম হয় তেমনি ভাবে নূতন দেহ নিয়ে জীবিত হয়ে উঠবে । যীশুর অমর, মহিমান্বিত দেহের মত এক আশ্চর্য দেহ লাভ করব আমরা ।

যোহন ৫ : ২৪, ২৬, ২৮ ও ২৯ আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তখনই অনন্ত জীবন পায় । তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না, সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে । পিতা নিজে যেমন জীবনের অধিকারী তেমনি তিনি পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন ।----------এমন সময় আসছে, যারা কবরে আছে তারা সবাই মনুষ্য পুত্রের গলার স্বর শুনে বের হয়ে আসবে । যারা ভাল কাজ করেছে তারা জীবন পাবার জন্য উঠবে, আর যারা অন্যায় কাজ করে সময় কাটিয়েছে, তারা শাস্তি পাবার জন্য উঠবে ।

আপনার এলাকায় যে কবরখানা আছে, তা আপনার জন্য একটা খবর বহন করে । কারো কারো কাছে তা এক হতাশার খবর । কবরগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের সবাইকেই মরতে হবে । আমরা শূন্য হাতে জগতে এসেছি, আর শূন্য হাতেই জগৎ ছেড়ে যাই । কিন্তু এটাই সব নয় । যীশুর শূন্য কবরের কথা স্মরণ করুন । যীশু যদি আপনার ত্রাণকর্তা হন, তবে আপনার যে পুনরুত্থান হবে, যীশুর পুনরুত্থানই তার

নিশ্চয়তা দেয় । আপনার দেহ মরতে পারে, কিন্তু আত্মা কখনও মরবেনা । যদি বা আপনার দেহ ধূলায় মিশিয়ে যায়, তবে যীশু তা আবার জীবিত করে তুলবেন । তিনিই পুনরুত্থান ও জীবন ।

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা :

যীশু স্বর্গে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিশ্বাসীদের নিয়ে যাবার জন্য তিনি আবার আসবেন ।

যোহন ১৪ : ৩ আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার ।

যীশুর পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে তাঁর শিষ্যেরা যখন তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছিলেন, তখন দু'জন স্বর্গদূত তাদের কাছে এসে বললেন :

প্রেরিত ১ : ১১ "যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল, সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে, সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন ।"

যীশু যখন আবার আসবেন তখন মৃতদের যে পুনরুত্থান হবে, সে বিষয়ে অনেক বিস্তারিত বিবরণ ঈশ্বর প্রেরিত পৌলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন । আর যোহনও এ সম্পর্কে লিখেছিলেন ।

১ করিন্থীয় ১৫ : ৩৭, ৩৮, ৪২-৪৪, ৪৯, ৫১-৫৪ ও ৫৭ তোমার লাগানো বীজ থেকে যে চারা হয় তা তুমি লাগাও না বরং একটামাত্র বীজই লাগাও সেই বীজ গমের হোক বা অন্য কোন শস্যের হোক । কিন্তু ঈশ্বর নিজের ইচ্ছামতই সেই বীজকে দেহ দিয়ে থাকেন । তিনি প্রত্যেক বীজকেই তার উপযুক্ত দেহ দান করে থাকেন । মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠাও ঠিক সেই রকম । দেহ কবর দিলে পর তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই দেহ এমন অবস্থায় জীবিত করে তোলা হবে যা আর কখনও নষ্ট হবেনা । তা অসম্মানের সংগে মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু সম্মানের সংগে উঠানো হবে; দুর্বল অবস্থায় মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু শক্তিতে উঠানো হবে ; সাধারণ দেহ মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু অসাধারণ দেহ উঠানো হবে ।

আমরা যেমন সেই মাটির মানুষের মত হয়েছি, ঠিক তেমনি সেই স্বর্গের মানুষের মতও হবো ।

আমি তোমাদের একটা গোপন সত্যের কথা বলছি, শোন । আমরা সবাই যে মারা যাব তা নয়, কিন্তু এক মুহুর্তের মধ্যে চোখের পলকে, শেষ সময়ের তূরীয় আওয়াজের সংগে সংগে আমরা বদলে যাব । সেই তুরী যখন বাজবে তখন মৃতেরা এমন অবস্থায় জীবতি হয়ে উঠবে যে, তারা আর কখনও নষ্ট হবে না ; আর আমরাও বদলে যাব। যা নষ্ট হয়, তাকে কাপড়ের মত করে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও নষ্ট হয় না । আর যা মরে যায়, তাকে এমন কিছু পরতে হবে যা কখনও মরেনা । ....তখন পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হবে – "মৃত্যু ধ্বংস হয়ে জয় এসেছে ।" ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের জয় দান করেন ।

ফিলিপীয় ঃ ৩ ঃ ২০, ২১, কিন্তু আমাদের বাসস্থান তো স্বর্গ, সেখান থেকে আমাদের উদ্ধার কর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসবার জন্য আমরা আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করছি । তিনি আমাদের দুর্বলতায় ভরা দেহ বদলিয়ে তাঁর মহিমাপূর্ণ দেহের মত করবেন । যে শক্তির দ্বারাই তিনি সব কিছু নিজের অধীনে আনেন সেই শক্তির দ্বারাই তিনি এই কাজ করবেন ।

১ যোহন ৩ ঃ ২ ও ৩ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব । যে কেউ খ্রীষ্টের উপর এই আশা রাখে, যে নিজেকে খ্রীষ্টের মতই খাঁটি করতে থাকে ।

১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৬–১৮ প্রভু নিজেই খুব জোর গলায় আদেশ দিয়ে প্রধান দূতের ডাক ও ঈশ্বরের তুরীর ডাকের সংগে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন । খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে, তখন তারাই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে । তার পরে আমরা যারা জীবিত ও বাকী থাকব, আমাদেরও আকাশে প্রভুর সংগে মিলিত হবার জন্য তাদের সংগে মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে । আর এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সংগে থাকব ।